রংপুর সিটি কর্পোরেশন

সাধারণ শাখা

www.rpcc.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং - ৪৬.১৮.০০০০.১০১.০২.০০১.২৩- ৫০০৯

তারিখ ঃ ০৮ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২২ জুন ২০২৩ খিস্টাব্দ

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

পরিচালনায় : জনাব মোঃ রুহুল আমিন মিঞা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

সভার তারিখ : ০১ জুন ২০২৩ ইং, বৃহস্পতিবার।
সময় : সকাল-১১:০০ ঘটিকায়।
সভার স্থান : রংপুর সিটি কর্পোরেশন সভাকক্ষ।

উপস্থিত : উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা "পরিশিষ্ট ক"

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সকলকে সালাম ও স্বাগত জানান। সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। কমিটির সকল সদস্যগণকে নিজের পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালে উপস্থিত সকলেই নিজের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতপর সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রুহুল আমিন মিঞা,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সভা কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সিটি লেভেল কো- অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) গঠনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিত কমিটির সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করণ, নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ নাগরিকদের গোচরীভূত করা, বাজেট প্রণয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সমূহ এই কমিটির মাধ্যমে নগরবাসীকে অবহিত করা হবে। এবং এই কমিটির মাধ্যমে নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর রুপরেখা তুলে ধরেন তিনি বলেন জাইকার সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সম্পৃক্তকরণ নির্দেশিকা অনুযায়ী ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন-সিফোরসি প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত হয় এই সিএলসিসি কমিটি তিনি আরো বলেন এই কমিটিতে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয় সভাপতি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সদস্য সচিব এবং সদস্য হিসাবে রয়েছেন উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার রংপুর জেলা, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি, সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটির সভাপতি (সকল), রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগীয় প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের প্রতিনিধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের

প্রতিনিধি,এনজিও প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সামাজিক/ সাংস্কৃতিক/যুব সংগঠনের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, বেসরকারী খাত (শিল্প ও বানিজ্য), নারী প্রতিনিধি রয়েছেন। তিনি বলেন নাগরিক সুবিধার্থে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে। যেন নাগরিকগন নির্বিঘ্নে তাদের বিলসমুহ পরিশোধ করতে পারেন ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। সব মিলিয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন সকলকে নিয়ে আমরা যেন বসবাস যোগ্য একটি এলাকা গড়ে তুলতে পারি তাই আমাদের মূল কাম্য।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সভায় উপস্থিত প্রধান সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করতে বলেন।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, অঞ্চল-১, বলেন মহানগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গতিশীল কিংবা তড়ান্বিত করার জন্য উৎসকে পৃথকী করন জরুরী।এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নাগরিকদের ভূমিকা:

- স্বীয় কর্মস্থল কিংবা আবাসস্থালের সৃষ্ট সকল বর্জ্য সিটি কর্পোরেশনের নিকট স্থানান্তর করা।
- বর্জ্য সমূহ উৎসে পৃথকীকরণ অর্থাৎ পচনশীল, অপচনশীল ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য সমূহ পৃথক সংরক্ষণ এবং সিটি কর্তৃপক্ষের নিটক স্থানান্তর করা।
- বর্জ্য সমূহ উন্মক্ত না রাখা।
- বর্জ্য সমূহ রাস্তায় খোলা জায়গা, ড্রেন, পানিতে নিক্ষেপ না করা এবং উন্নত স্থানে না পোড়ানো।

সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা:

- পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করা।
- স্বীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের কঠিন বর্জ্য উৎস হতে সংগ্রহ, পরিবহণ ও ব্যবস্থাপনা।
- চিকিৎসা বর্জ্যের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়া জাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ এর বিধানাবলি অনুসরণ ।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে উদ্বুদ্ধ করণ কর্ম সুচি গ্রহণ।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সভায় উপস্থিত প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের প্রাস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করতে বলেন।

প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের প্রাক বাজেট সম্পর্কে সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করেনঃ

আয় (উন্নয়ন হিসাব)	২০২৩-২০২৪ ইং বছরের বাজেট
(ক) উন্নয়ন হিসাবে সরকারী অনুদান	
সরকার কর্তৃক উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের বরাদ্দ	৩০০,০০০,০০০
সরকার কর্তৃক উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের বিশেষ বরাদ্দ	৫০,০০০,০০০
মোট উন্নয়ন হিসাবে সরকারী অনুদান	৩৫০,০০০,০০০
খ) রাজস্ব হিসাব হতে উদ্বৃত্ত	-
রাজস্ব হিসাব হতে উদ্বৃত্ত (উপাংশ-১)	-
রাজস্ব হিসাব হতে উদ্বৃত্ত (উপাংশ-২)	-
রাজস্ব হিসাব হতে উদ্বৃত	-
গ) অনুদান	-
অনুদান	-

মোট অনুদান	
ঘ) উন্নয়ন সহায়তা তহবিলে প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ	-
জমি অধিগ্রহণ/জমি ক্রয়	-
এমজিএসপি (রাস্তা, ড্রেন, ব্রীজ ও মার্কেট)	১০০,০০০,০০০
স্থিতিস্থাপক নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প (RUTDP)	৫০০,০০০,০০০
সিজিপি (জাইকা)	৫০০,০০০,০০০
লোকাল গভর্নমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট (LGCRRP)	-
ডিপিপি/জলাবদ্ধতা নিরসন, জলবায়ু সহিষ্ণু ও অবকাঠামো উন্নয়ন	২৯৫,২০০,০০০
রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সমূহের উন্নয়ন।	১০১,০০০,০০০
সিটি কর্পোরেশনের জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	৩,৫৩৪,৯৫৯,০০০
সিটি কর্পোরেশনের ৩৩ টি ওয়ার্ডের রাস্তায় সড়ক বাতি স্থাপন	১০২,৯০০,০০০
ভারতীয় অর্থায়নে সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	১৫০,৫০০,০০০
শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্প	১৩০,০০০,০০০
কেডি ক্যানেল খাল উন্নয়ন প্রকল্প	৫০০,০০০,০০০
চিকলী পার্ক (১ম পর্যায়)	১০০,০০০,০০০
আধুনিক কশাইখানা স্থাপন	২০০,০০০,০০০
UNDP/NGO (লেট্রিন, ফুটপাত, নলকূপ ও ছোট ড্রেন)	২০,০০০,০০০
রাজস্ব তহবিল (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২০,০০০,০০০
পরিবহন পুলের বিল্ডিং/সেড/ওয়ার্কসপ নির্মাণ	২০০,০০০,০০০
ফ্লাই ওভার/ফুট ওভার ব্রীজ	৫০,০০০,০০০
সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজম্যান্ট	২০,০০০,০০০
প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন (LIUPC)	১০০,০০০,০০০
ব্যাংক সুদ	৫০,০০০,০০০
মোট উন্নয়ন সহায়তা তহবিলে প্রকল্প সমূহের বরাদ	-
মোট উন্নয়ন সহায়তা তহবিল হতে আয়	৬,৬৭৪,৫৫৯,০০০
	৭,০২৪,৫৫৯,০০০

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সভায় উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ আনিচুজ্জামানকে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের চলমান ও প্রস্তাবিত উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার সম্পর্কে সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করতে বলেন।

প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি (%)
ক) রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩৪টি প্যাকেজের মধ্যে ১৪টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২০টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	ক) কাজের গড় অগ্রগতি ৯৮%
খ) ভারতীয় অর্থায়নে "Rehabilitation and Improvement of Different Roads in Rangpur City" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫ টি প্যাকেজের মধ্যে ৯টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	খ) কাজের গড় অগ্রগতি ৯২%
গ) "রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩টি ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় সড়ক বাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৮টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	গ) কাজের গড় অগ্রগতি ৬৬%
ঘ) "রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	ঘ) কাজের গড় অগ্রগতি ২৬%
ঙ) রংপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন/রাজস্ব তহবিলের আওতায় ৪৯টি প্যাকেজের মধ্যে ২০টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৯টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	ঘ) কাজের গড় অগ্রগতি ৫৬%

জাইকা বাংলাদেশের চীফ অ্যাডভাইজার মিস নাও কো আনজাই ভার্চুয়ালি এই সভায় উপস্থিত ছিল. . . . . .

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, সভায় উপস্থিত জাইকা সিফোরসি-টু প্রকল্পের সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা কে সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সম্পৃক্ত করণ ও সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করতে বলেন।

জাইকা বাংলাদেশের ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা শুরুতেই তিনি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে একটি নাটিকা উপস্থাপন করেন,নাটিকাটিতে হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করন এবং নগরির উন্নয়নে হোল্ডিং ট্যাক্স এর ভুমিকা অপরিসীম সেটি দেখানোর ও বোঝানোর চেস্টা করেন।

জাইকা সিফোরসি-টু প্রকল্পের সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট ব্রজ কিশোর ত্রিপুরার উপস্থাপনায় সিএলসিসির গঠন, কার্যক্রম, সাধারণ আলোচ্য বিষয় সমূহ এবং সভার আগামী পরিকল্পনা বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়। পাশাপাশি নাগরিক সম্পৃক্ত করণের মাধ্যম হিসেবে ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) এবং স্থায়ী কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ কমিটির মূল কার্যক্রম হবে সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেট, অবকাঠামো, উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রশাসনিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, নাগরিক জরিপের ফলাফল ইত্যাদি উপস্থাপন, নাগরিক পরিষেবা, কর প্রদানের সম্মতি, গণমাধ্যম সহ নাগরিক প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া, সভায় সকল প্রতিনিধিদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, উপস্থিত সকল সদস্যগণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত আলোচনা করার আহবান জানালে নিম্নরুপ আলোচনা হয়ঃ

- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব আলহাজ্ব মাহবুব আলম (সমন্বয়কারী,বাংলাদেশ পল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিজ,রংপুর)** তিনি বলেন উন্নত দেশগুলো যেভাবে বর্জ্যকে বিভিন্ন প্রসেস এর মাধ্যমে পন্য হিসেবে ব্যবহার করে, ঠিক সেভাবে আমাদেরকেও বর্জকে পন্যে রুপান্তরিত করতে হবে।প্লাস্টিক বর্জ্য,পচনশীল বর্জ্য ও অপচনশীল বর্জ্যের আলাদা আলাদা ডাস্টবিন ব্যাবহার করতে হবে,এবং সেগুলোর হিসাব রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন মেডিক্যাল বর্জ্য যেমন সিরিজ,নিপিল ও অন্যান্য বর্জ্য সমূহ কে একটি নির্দিস্ট জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করে সেগুলোকে আবার ব্যাবহার উপযোগি করা যায় কিনা তার ব্যবস্থা করা।আর সেটা করতে হলে অবশ্যই ভাল দক্ষ একজন কনসাল্টেন্ট এর প্রয়োজন হবে।সর্বশেষে তিনি উপস্থিত সবাইকে হোল্ডিং ট্যাক্স দেয়ার জন্য আহোবান জানান।

- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ ফকরুল আলম বেঞ্জু বলেন,** রাজস্ব আয় এবং সিটি কর্পোরেশন এর উন্নয়নের জন্য হোল্ডিং ট্যাক্স, এবং লাইসেন্স ফি এর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।টিনশেড বাড়ি, বহুতল ভবনের হোল্ডিং ট্যাক্স রেট এবং বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স ফি সম্পর্কে সাধারন জনগনকে জানাতে হবে।সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যেসব পুরাতন পুকুর রয়েছে সেগুলোকে পরিস্কার পরিছন্ন করে পুনর্জীবিত করা।স্কুল কলেজ,মসজিদ এবং বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালের দেয়ালে পোস্টার লাগিয়ে সোন্দর্য নস্ট করা হচ্ছে।যারা পোস্টার লাগাচ্ছে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা।আধুনিক ট্রাফিক সিগনাল বাতী আছে কিন্তু ব্যবহার নাই,সিগনাল বাতী গুলো যাতে ব্যবহার করা যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা।অটো রিক্সা,রিক্সা এবং অটো যেগুলো রাস্তায় চলাচল করে তাদের জরিমানা সম্পর্কে চালকদের মাঝে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা।সর্বশেষে তিনি বলেন শ্যামাসুন্দরীতে নয় নির্দিস্ট জায়গায় ময়লা আবর্জনা ফেলে ,শহরকে পরিস্কার রাখুন।
- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব অধ্যাপক শাহ আলম (অবসর), লেখক,সাহিত্যিক রংপুর,**তিনি ভ্রাম্যমান সাস্থ্যসেবা চালু করার কথা বলেন,জনসাধারন যাতে অসুস্থ্য বোধ করলে প্রাথমিক চিকিৎসা পায়,যেমন প্রেসার মাপা,ডায়াবেটিকস পরিক্ষা করা,বিশেষ করে মাতৃ সেবা প্রদান।রাস্তায় ইট,বাল, খোয়া, পাথর রাখার কারনে চলাচলের ব্যঘাত ঘটে।নিজ নিজ ওয়ার্ড কাউন্সিলর দের সচেতনামুলক প্রচারনা সহ এ বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করতে হবে।তিনি আরোও বলেন

হোল্ডিং ট্যাক্স অর্থ বছরের কোন সময় দিলে কত পার্সেন্ট রিবেট পাওয়া যায় এবং বকেয়া হলে সারচার্জ কত পার্সেন্ট হয় এবং শাস্তির বিধীবিধান আইন সম্পর্কে জনসচেতনামুলক প্রচারনা করা প্রয়োজন।এবং নাগরিক অভিমত জরিপ করে সেগুলো নিয়ে কাজ করা।

- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব গোলাম সাজ্জাদ হায়দার (স্বাধীন) আরবার কমিউনিটি ভলান্টিয়ারর্স** বলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার্স গ্রুপ ও অন্যান্য ভলান্টিয়ার গ্রুপকে বর্জ্য ব্যস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজে লাগানো যেতে পারে।তিনি বলেন বর্জ্য ব্যবস্থপনা আরোও গুরুত্বের সাথে করা দরকার এবং পলিথিনের উৎপাদন বন্ধসহ যত্রতত্র পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে সেইসাথে পাঠের তৈরী জিনিস পত্রের ব্যবহারে জোরদার করতে হবে।সর্বশেষে তিনি বলেন জনসচেতনামুলক পোস্ট এবং ভিডিও নিয়মিত সিটি কর্পোরেশন ওয়েব সাইট ও ফেইজবুকে আপডেট করতে হবে।
- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব তৌহিদুল ইসলাম বাবলা,রিপোর্টাস ক্লাব,** বলেন সিটি কর্পোরেশন নগরীতে চলাচলরত যানবাহন গুলো এলোমেলো ভাবে চলাচল করে,এসব যানবাহনের জন্য নির্দিস্ট লেন এবং জরুরী যানবাহন চলাচলের জন্য আলাদা লেন করে দেওয়ার জন্য আহবান করেন।

- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব মনোয়ারা বেগম, সমাজ কর্মী,** তিনি বলেন সিটি বাজারের সামনেই ফল বাজার থাকায় যাতায়াত করার সময় পচা পচা অনেক দূর্গন্ধ পাওয়া যায়।তাই ফল বাজার টি অন্যত্র জায়গায় স্থানান্তর করা যায় কিনা সে সম্পর্কে বলেন।বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলেন,বাসাবাড়িতে যেসব কর্মচারী ময়লা নেওয়ার জন্য যায় তারা অনেক দেরিতে যায়, তারা যেন ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ এ যাওয়ার আগেই ময়লা আবর্জনা নিয়ে যায়। নগরীর পাবলিক টয়লেট গুলোতে মহিলাদের ব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টি করা।সর্বশেষে তিনি হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কে বলেন যে হোল্ডিং ট্যাক্স বিল দেয়ার পর ভালভাবে মনিটরিং করার প্রয়োজন।এবং যারা বকেয়া ট্যাক্স দেয় না তাদের আইনের আওতায় নিয়ে এসে বকেয়া ট্যাক্স আদায় করা।
- **উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন জনাব হাছনা চৌধুরী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ,** রংপুর তিনি বলেন নগরীর ফুটপাত গুলো অবৈধভাবে বিভিন্ন ধরনের হকার, মুচি, পানের দোকানদারদের দখলে থাকার কারনে চলাচলের সমস্যা হচ্ছে। অবৈধভাবে থাকা দোকান গুলো স্থানাত্তর করে তাদের অন্যত্র জায়গায় ব্যবস্থা করার জন্য বলেন।বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে যেয়ে তিনি বলেন,বাসাবাড়িতে যেসব কর্মচারী ময়লা আবর্জনা নেওয়ার জন্য যায় তারা নিয়মিত যায় না ,তারা যেন নিয়মিত যায় সে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলেন।

সকলের বিস্তারিত আলোচনার শেষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মাঝে ব্রজ কিশোর ত্রিপুরার উপস্থাপনায় নাগরিক জরিপ পর্ব শুরু হয়। জাইকার নির্দিষ্ট ফরম্যাটে নাগরিক জরিপের ফর্মে উপস্থিত সুধীগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। উক্ত জরিপের ফলাফলের মাধ্যমে পরবর্তীতে নাগরিকগণের মতামতেই নগরীর সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান মাননীয় মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন মহোদয় বলেন jica যে নাগরিক মতামতের প্রতিবেদন তৈরি করেছ এবং যে বিষয় গুলোতে তারা সন্তোস্ট না সেগুলোতে বেশি বেশি কাজ করতে হবে। পুরোপুরি কাজ সম্পুর্ন না করতে পারলেও কাছাকাছি যাতে হয় সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। মানুষ চায় সকাল বেলা উঠে যেন তারা তার শহর টাকে পরিস্কার পরিছন্ন থাকে।আমরা যথাসাধ্য চেস্ট করে যাচ্ছি এবং সেই লক্ষে বর্জ ব্যবস্থাপনা শাখাকে তিনটি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। এবং আনুপাতিক হাড়ে প্রত্যেকটি জোনে জনবল ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।একেকটি জোনে ১১ টি করে ওয়ার্ড রয়েছে। ০১লা জুলাই ২০২৩ ইং থেকে রাত্রি কালিন পরিস্কার পরিছন্নতার কাজ শুরু হবে। এজন্য ১ মাস ব্যাপি প্রচারনা করা হবে। মেয়র মহোদয় সবাইকে রাতের মধ্যেই বাসাবাড়ি এবং দোকান-পাট বন্ধ করার সময় ময়লা আবর্জনা নির্দিস্ট স্থানে রাখার জন্য বলেন।এ জন্য নাগরিক সচেনতার বিশেষ প্রয়োজন।আমাদের দৈনিক পঁচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সব মিলিইয়ে ৮০ থেকে ১২০ টন বর্জ্য অপসারণ করতে হয। সেক্ষেত্রে আমাদের সীমিত জায়গায় ডাম্পিং করতে হয়। বর্জ্য ডাম্পিং এর জন্য আমাদের জমির প্রয়োজন এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০ (দশ) শতাংশ করে দুইটি স্থানে বর্জ্য ডাম্পিং স্টেশন (প্রস্তাবিত) করার জন্য মন্ত্রনালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। Solit waste Management নামে একটি প্রজেক্ট সাবমিট করা হয়েছে।

হকার্স মার্কেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন মার্কেটটি অপরিকল্পিত ভাবে তৈরি করা হয়েছে,মার্কেটে প্রবেশ পথ এবং বাহির পথ থেকে শুরু করে ভিতরের দোকান গুলো পরিকল্পিত ভাবে তৈরী করা হয়েছে। মার্কেটটি ভেঙ্গে আবার নতুন পরিকল্পিত ভাবে তৈরী করতে হবে। যাতে করে জনসাধারন সস্থির সাথে মার্কেটে যেতে পারে।

এছাড়া নগরকে সুন্দরভাবে গড়ার জন্য নগরীর সকল নাগরিকদের নিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি সুন্দর নগরী উপহার দেয়া সম্ভব। রংপুর মহানগরকে বাসযোগ্য আধুনিক ও পরিবেশগতভাবে স্বাস্থ্যকর একটি নগরে রূপান্তর করতে আগামীতে নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে বাস্তব সম্মত ও সুদূর প্রসারি বাজেট প্রনয়ন করবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন তিনি বলেন, নগরের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার নাগরিকদের মতামতকে প্রধান্য দিয়ে একটি উন্নত সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের রূপরেখা থাকবে আগামী বাজেটে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমে আরও গতি সঞ্চার করতে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে এ কমিটির (CLCC) সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র
রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
ফোন ঃ ০৫২১-৬৫১৮৬
ফ্যাক্স ঃ ০৫২১- ৫৫৯৬০
ই-মেইলঃ mayor@rpcc.gov.bd

স্মারক নং - ৪৬.১৮.০০০০.১০১.০২.০০১.২৩-

তারিখ ঃ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি ঃ
১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
২। সচিব, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৪। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৬। নগর পরিকল্পনাবিদ, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৭। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা(চ:দা:), রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৮। .... শাখা প্রধান, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
৯। প্রধান সহকারী(চ:দা:), রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
১০। সহকারী প্রোগ্রামার (ওয়েব সাইটে আপলোড), রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
১১। অফিস নথি।

মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
মেয়র
রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
ফোন ঃ ০৫২১-৬৫১৮৬
ফ্যাক্স ঃ ০৫২১- ৫৫৯৬০
ই-মেইলঃ mayor@rpcc.gov.bd